সংবাদ

তারিখ 12 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

নগরকান্দায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প হুমকির মুখে

ইকো সোসাইটির ৩৫টি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী নেই

প্রতিনিধি, নগরকান্দা-সালথা (ফরিদপুর)

ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় ইকো সোসাইটির পরিচালনায় সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এডিপির অর্থায়নে মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্পের কাজ খাতাকলমে দেখা গেলেও মাঠপর্যায়ে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। উপজেলার ৩৫টি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ছাড়াই চলছে এই শিক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম। রয়েছে ছোট বড় অনেক অনিয়ম দুর্নীতি।

সরেজমিনে এবং বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, নগরকান্দা উপজেলায় এই প্রকল্পের অধীনে ৭টি ইউনিয়নে ৩৫টি শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রে ১১ বছর থেকে ৪৫ বছর বয়সের নারী পুরুষ চেতনা সহায়ক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে ৩০ জন মহিলা ও ৩০ জন পুরুষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রতিদিন কেন্দ্রে আসার কথা থাকলেও প্রায়দিন কেন্দ্রে তালা ঝুলতে দেখা গেছে। দু'একদিন খোলা থাকলেও একটি কেন্দ্রে ৫ -৬ জনের বেশি শিক্ষার্থী দেখা যায় না। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে ২ জন শিক্ষক (সহায়ক-সহায়িকা) ও ২ জন ট্রেইনার (প্রশিক্ষক -প্রশিক্ষিকা)

খাতাকলমে থাকলেও কেন্দ্রে তাদের দেখা মেলা দায়। শিক্ষার্থীদের বিনোদন ও শিক্ষাসহায়ক হিসেবে শিক্ষা কেন্দ্রে ১টি রঙিন টেলিভিশন, ২টি দৈনিক পত্রিকা, ১টি স্টিলের আলমারিসহ অন্যান্য উপকরণ কেন্দ্র কমিটি ও কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কেন্দ্র থেকে উধাও হয়ে গেছে।

উপজেলার ঈশ্বরদী গ্রামের মোতালেব মিয়া বলেন, 'বুঝলেন ভাই কাজির গরু কিতাবে আছে গোয়ালে নাই। সরকারের টাকা গরিব মানুষগো নাম কইরা লুইটা পুইটা খাইতাছে। এইডা সরকারের দেখা উচিৎ'।

এ ব্যাপারে প্রকল্পের নগরকান্দা উপজেলা সমন্বয়কারী ও ইকো সোসাইটির কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা বলেন, 'শিক্ষার্থীরা ব্যস্ত ও গরিব হওয়ায় সাংসারিক কাজের চাপে কেন্দ্রে নিয়মিত আসে না। আর কেন্দ্রের ঘরগুলো উন্নত না হওয়ায় টেলিভিশনসহ অন্যান্য উপকরণ অন্যত্র সরিয়ে রাখা হয়'।